কচুরিপানা রন্ধন প্রণালি

আমার দেশের কোন মাননীয় বা গন্যমান্য পরিকল্পক যখন বলেন, “গরু কচুরিপানা খেতে পারলে মানুষ খেতে পারবে না কেন”, তখন একজন সুনাগরিক হিসেবে আমাদের দায়ীত্ব হইয়া দাঁড়ায় তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ঝাপাইয়া পরিয়া তাহার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ীত করা। সেই সূত্র ধরিয়া রাজশেখর বসুর "কজ্জলী" গ্রন্থে বর্ণিত প্রফেসর ননী গোপাল কর্তৃক ঘাস রন্ধন প্রণালি হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া বহু তৈলিক গবেষণাদি এবং বহু পড়া-লেখা ও কষ্টের পর মানুষের জন্য কচুরিপানা খাইবার উপযুক্ত করিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে। সকলের সুবিধার্থে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইলো।

উপকরণ সমুহ:

---

১) বড় ডেকচি - ১টি
২) কচুরিপানা - দুই কেজি
৩) পানি - পাঁচ লিটার (হাওরচুরির পানি হইলে ভাল)
৩) হারমোনিয়াম - ১টি
৪) রাবারের নল - ৫ মিটার (১টি)
৫) গিড়া যুক্ত বাঁশের লাঠি - ২ মিটার (১টি)
৬) এমোনিয়া গ্রুপ - ২ফোটা (দুষ্প্রাপ্যতা হেতু গরুর চোনা)

প্রস্তুতি

প্রথমে হারমোনিয়ামের সহিত রাবারের নলটি এমন ভাবে যুক্ত করিতে হইবে যাহাতে হারমোনিয়ামের প্যাডেলে চাপ দিলে তাহার সুরেলা বাতাস নল দিয়া বাহির হয়।

রন্ধন প্রক্রিয়া

কচুরিপানা ও পানি ডেকচিতে ঢালিয়া চড়া আগুনে জ্বাল দিতে হইবে। পানি ফুটিতে শুরু করিলে হারমোনিয়াম হইতে বাহির হওয়া রাবারের নলটি ডেকচিতে ঢুকাইয়া দিন এবং যত্নের সহিত গিড়া যুক্ত বাঁশের লাঠিটি ডেকচিতে ঢুকাইয়া খুব জোড়ে নাড়াচাড়া করিতে থাকুন। একই সঙ্গে একজনকে হারমোনিয়ামের প্যাডেল চাপিয়া বাতাস বাহির করাইতে বলুন।

হারমোনিয়াম হইতে বাহির হওয়া সুরেলা বাতাস দ্বারা কচুরিপানা সমুহ অক্সিডাইজড হইয়া, ভুড়ভুড়ি-বুদবুদি যুক্ত বাতাসের সুরমূর্ছনায় ডেকচির ঘন্টটি মূর্ছারোগাক্রান্ত হইয়া সিন্থেসিস প্রক্রিয়াজাত হাইড্রোলাইটেড কার্বোহাইড্রেট ধরনের অপদার্থে পরিনত হইবে। তাহার সহিত দুই ফোটা এমোনিয়া গ্রুপ মিশাইয়া দিলেই হেক্সা-হাইড্রোক্সি-ডাই-এমিনো-কার্বোহাড্রেট ধরনের কিছু একটা হইয়া যাইবে।

পরিবেশন

কচুরিপানা ঘন্টের এই সূরামৃত চাঙর, রোমন্থক প্রানী না হইলেও দুই/একজন মাননীয় উহা খাইয়া ধন্য ধন্য করিবেনই করিবেন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সুরামৃত চাঙর খাইবার কারণে গব্য প্রাণীতে পরিনত হইবার সম্ভবনা আছে।